দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... JUL-21 1999
পৃষ্ঠা 12 কলাম ৮

220

গ্রামের চিঠি

বাগেরহাট জেলার চিতলমারী থানার চর বড়বাড়ীয়া একটি সুবৃহৎ গ্রাম। এই গ্রামের সর্বসাধারণের সহযোগিতা ও নেতৃত্বেই ১৮৩৬ সালে এই গ্রামে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল একটি এম.ই. স্কুল। এম.ই. স্কুল অর্থাৎ ১ম শ্রেণী থেকে ৬ষ্ঠ শ্রেণী পর্যন্ত। পূর্ব-পশ্চিমে প্রায় আড়াই মাইল লম্বা দক্ষিণমুখো এ গ্রামটির ঠিক মাঝখানে অবস্থিত ছিল স্কুল ঘরগুলো। ঠিক যেন ছবির মতো সাজানো। দামী

(২- পৃষ্ঠা ২-এর কঃ দেখুন)

গ্রামের চিঠি

(১২-এর পাতার পর)

শাল ও সুদৃশ্য টিনে নির্মিত পাকা ভিতের ওপর দাঁড়ানো এ স্কুলঘরটি ছিল একসময় এতদঞ্চলের মানুষের গর্ব ও গৌরবের সম্পদ। ব্রিটিশ ভারতে অনেক সেরা ছাত্র উপহার দিয়েছে এই স্কুল। তখন অনেক নাম ডাক ছিল এ স্কুলের। পাকিস্তান আমলে মোটামুটি ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতা নিয়ে ১৯৬৪ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় একটি বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ও একটি জুনিয়র হাই স্কুল।

স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পুণ্যলগ্নে আবার জেগে ওঠে গ্রামের আপামর জনগণ। ১৯৭২ সালে খেয়ে না খেয়ে এই উদ্দীপিত জনগণ এখানে গড়ে তোলে একটি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ও একটি মাধ্যমিক বিদ্যালয়। কিন্তু দুর্ভাগ্য, এ স্কুলের মূলভিত্তি চর বড়বাড়ীয়া সরকারী প্রাথমিক স্কুলের জীর্ণ করুণ দশা অবর্ণনীয়, অসহনীয়, অকল্পনীয়। এখানে কোন চেয়ার, টেবিল, বেঞ্চ নেই। অনেক ঝড়-ঝঞ্ঝার সাক্ষী হয়ে কঙ্কালসার-হাড্ডিসার একটি মাত্র ঘর দাঁড়িয়ে আছে। ২৫০ থেকে ৩০০ ছাত্র প্রাইমারী সেকশনে। ঝড়ে হাই স্কুলটি পড়ে গিয়েছিল। মাত্র তিনটি ঘরকে সম্বল করে কোনক্রমে এগিয়ে চলছে স্কুল দু'টি। মর্নিং শিফটে ক্লাস হয় হাই স্কুলের। ডে শিফটে ক্লাস হয় প্রাইমারীর। জুনিয়র থাকতে যে বিজ্ঞান ভবনটি নির্মিত হয়েছিল সেটাই এখন অফিস ঘর, লাইব্রেরী, দুই স্কুলের শিক্ষক মিলনায়তন ইত্যাদি। এই ভবনটির এতই জীর্ণদশা যে, যেকোন মুহূর্তে এর ছাদ ও দেয়াল ধসে পড়তে পারে। হাই স্কুলটি উন্নয়ন খাতে গেছে বেশ কিছুদিন অথচ অদ্যাবধি কোন নির্মাণকাজ শুরু হয়নি।

এই সুবৃহৎ গ্রামটিতে যে পরিমাণ ছাত্র আছে তাতে অনায়াসে দুটো প্রাইমারী স্কুল চলতে পারে।

তাই এলাকার সংসদ সদস্যসহ সংশ্লিষ্ট সকলের সনির্বন্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ করছি বিষয়টি মানবিক বিবেচনায় দ্রুত সমাধানের।

—গ্রামবাসীর পক্ষে— রঞ্জন বিশ্বাস, গ্রাম ঃ চর বড়বাড়ীয়া, ডাকঘর ঃ হিজলা, থানা ঃ চিতলমারী, বাগেরহাট।